



114424 - রজব মাসে রুপার আংটি পরা

প্রশ্ন

আমরা ফ্যামলিরি ভাই-বোন প্রত্যেকেকে রুপার আংটি দিয়েছি। আংটির ভেতরে অংশে কচি আরবী সংখ্যা অংকতি আছে। আংটিগুলো বিশেষভাবে রজব মাসে প্রস্তুতকৃত। আমি জানতে চাচ্ছি, এ ধরণে আংটি পরা কি ইসলামে আছে; নাকি নাই?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পুরুষের জন্ম রটপ্য়নর্মতি আংটি পরা জায়যে যমেনটিনারীদরে জন্মও জায়যে। ইমাম বুখারি (৬৫) ও মুসলমি (২০৯২) আনাস বনি মালকি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা চিঠি লিখিলেন কথিবা লিখিতে চাইলেন। তখন তাঁকে বলা হল: তারা সীলমোহর বহীন কোন চিঠি পড়ে না। সে প্রক্ষেপিতে তিনি একটা রুপার আংটি বানালেন। তাতে লেখা ছিল, ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ (অর্থ- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)। আমি যেনে তাঁর হাতে সে আংটির শুভ্রতা এখনো দেখতে পাচ্ছি।”

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর ‘আল-মাজমু’ (৪/৩৪০) গ্রন্থে বলেন: “ববাহতি ও অববাহতি নারীর জন্ম রুপার আংটি পরা বধৈ; যমেন তার জন্ম স্বর্ণরে আংটি পরা বধৈ। এটি সর্বসম্মত অভিমত। এটি য়ে, মাকরুহ নয়- সে ব্য়াপারে কোন ইখতলিাফ নহৈ। খাত্তাবা বলেন: নারীর জন্ম রুপার আংটি পরা মাকরুহ। কারণ এটি পুরুষের আলামত। তিনি বলেন: যদি কোন নারীর স্বর্ণরে আংটি না থাকে তাহলে সে নারী রুপার আংটি পরতে পারেনে তবে জাফরান কথিবা অন্য কোন রঙ দিয়ে এটিকে হলুদ করে নবিনে। খাত্তাবা য়া বলছেন: তা অসঠকি; ভিত্তহীন। সঠকি মত হচ্ছ- এটি পরা নারীর জন্ম মাকরুহ নয়।”

এরপর বলেন: “পুরুষের জন্ম রুপার আংটি পরা জায়যে। সে পুরুষ কোন রাষ্ট্রীয় পদে থাকুন কথিবা না থাকুন। এটিও সর্বসম্মত অভিমত। পক্ষান্তরে সরিয়ীর জনকৈ আলমে থেকে য়ে একটা মত বর্ণতি আছে য়ে- ‘রাষ্ট্রীয় পদাধিকারী কোন ব্য়ক্তি ছাড়া অন্যদরে জন্ম এটি পরা মাকরুহ’ এমন অভিমত বচ্ছিন্নি, কুরআন-হাদসিরে দললি ও সলফে সালহীনদরে ইজমা দ্বারা প্রত্য়খ্য়াত। আবদারিও অন্য এক আলমে এ ব্য়য়ে ইজমা বর্ণনা করছেন।” [সমাপ্ত]

আংটির উপরে নকশা করা ও কোন কচি লেখাও জায়যে। তবে রজব মাসের সাথে এটিকে খাস করার কোন দললি নহৈ। য়ে ব্য়ক্তি আল্লাহর নকৈট্য় লাভরে বশ্বিাস নয়ি়ে রজব মাসে আংটি পরল কথিবা বশ্বিাস করল য়ে, এ মাসে আংটি পরার বশ্বি়ে ফজলিত রয়ছে সে বদিআতে লিপ্ত হল ও খারাপ কাজ করল।



আংটির উপরে এ বশ্বাস নিয়ে কোন কিছু লখা য়ে, ংটি ভাগ্য পরবিত্তন করব, বদনজর দূর করব, হংসা-বদ্বিষে রোধ করব, জ্বনিকে তাড়াবে ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সারকথা হচ্ছ- সাধারণভাবে আংটি পরা ও আংটিতে নকশা করা জায়যে। তবে যদি আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে জন্য আংটি পরা হয় কথ্বা বশ্বিষে কোন ংকটি সময়কে আংটি পরার জন্য খাস করে নয়ো হয় কথ্বা বরকতরে নয়িতে আংটি পরা হয় কথ্বা তাবজি হসিবে ংকটি পরা হয় ংগুলোর মধ্যযে শরয় নিষিধোজ্ঞা ংছ।

আল্লাহই ভাল জাননে।